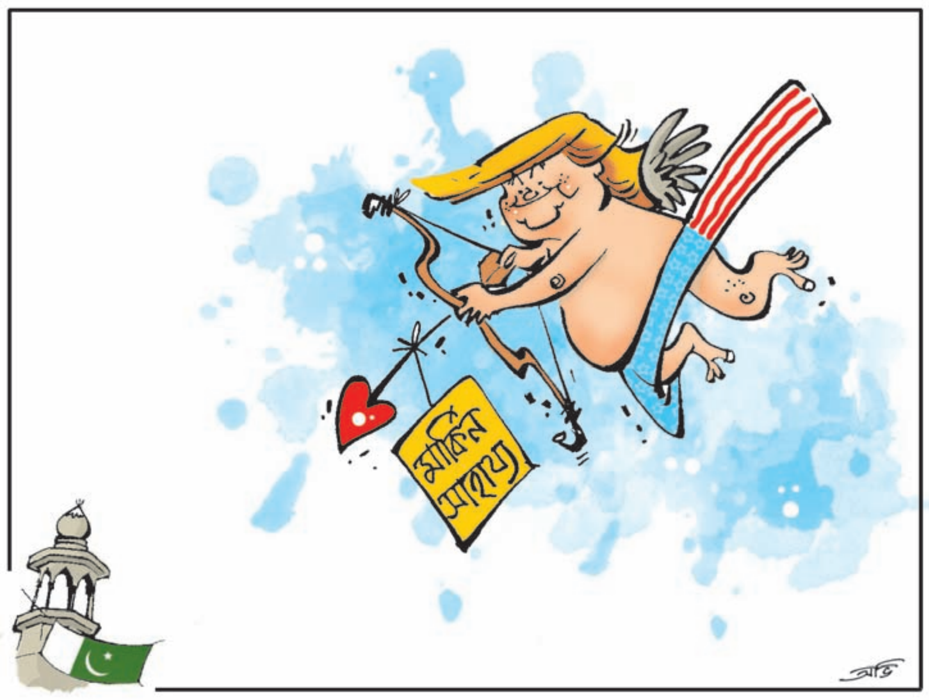

চলন্ত বাসে অশ্লীলতা, সমর্থন জানিয়ে বিতর্কে তসলিমা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির চলন্ত বাসে প্রকাশ্যে হস্তমৈথুনের ঘটনায় যখন উত্তাল দেশ, তখনই 'পরোক্ষে' তাকে সমর্থন জানিয়ে আবার বিতর্কের শীর্ষে 'নির্বাসিত' বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সম্প্রতি টুইট করে তসলিমা এই বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, 'দিল্লির বাসে মৈথুন করেছেন এক ব্যক্তি। সারা দেশজুড়ে চলা ধর্ষণের সংস্কৃতির কাছে এটা এমন কিছু বড়ো অপরাধ নয়। ধর্ষণ বা হত্যার চাইতে মৈথুন নিরাপদ।' তিনি এও বলেন, 'প্রকাশ্যে মৈথুন কি আদৌ কোনো অপরাধ? এতে অন্তত কেউ আক্রান্ত হয় না।' বলাবাহুল্য, তসলিমার টুইট প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠেছে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড়। দ্বিতীয় একটি টুইটে তসলিমা অবশ্য জানিয়েছেন, 'আজকাল কোনো জায়গা-ই মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত নয়। না তাঁরা ঘরে সুরক্ষিত, না বাইরে। না বাসে, না ট্রেনে, না রাস্তাঘাটে, বাজারে–দোকানে, নিরিবিলি এমনকি জনবহুল অঞ্চলেও সুরক্ষিত নন মেয়েরা। এর জন্য পুরুষরাই দায়ী। তাঁদের উচিত এই নারীবিদ্বেষী মনোভাব বর্জন করে শান্তিতে জীবনধারণ করা।' তসলিমার টুইট নিয়ে ধেয়ে এসেছে বিক্ষুব্ধ স্বরও। অনেকে এবিষয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, মৈথুন একটি যৌন ইচ্ছার প্রকাশ। প্রকাশ্যে করা তা মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। কোন যুক্তিতে একে সমর্থন করলেন তসলিমা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। তসলিমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, লেখিকার জানা উচিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৫০৯ ও ২৬৮ ধারায় প্রকাশ্যে মৈথুন একটি শাস্তিমূলক অপরাধ। তার চাইতেও জরুরি, যেসব মানুষ প্রকাশ্যে মৈথুন করে যৌনসুখ পেয়ে থাকেন, তা ধর্ষণ বা নারীদের প্রতি অবমাননাসূচক অপরাধেরই সমতুল। কারণ, এই বিকৃতকামই পরবর্তীকালে তাকে ধর্ষক হতে সাহায্য করে। এটি একটি মানসিক ব্যাধি ও জঘন্য অপরাধপ্রবণতাও বটে। তসলিমার এই পোস্ট নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের মহিলামহলও। তাঁদের বক্তব্য, লেখিকার এই বয়ান লজ্জাজনক। একজন মহিলা হয়েও কীভাবে পরোক্ষে এই পাশবিক অপরাধকে সমর্থন করলেন তসলিমা? তাঁদের মতে, অবশ্যই মৈথুন ধর্ষণ বা হত্যার চাইতে নিরাপদ। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে মৈথুন করছেন কোনো পুরুষ, সেই মহিলার মানসিক অবস্থার কথা কেন একবারও ভাবলেন না 'লজ্জা'-র লেখিকা। স্বাভাবিকভাবেই এবিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেননি তসলিমা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এই ঘটনা ঘটে। যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে বসেই এক ছাত্রীকে দেখে হস্তমৈথুন করে এক ব্যক্তি। ছাত্রীটি ওই ঘটনার প্রতিবাদ করলেও সে নির্বিকার। এগিয়ে আসেনি সহযাত্রীরাও। গোটা ঘটনার ভিডিয়ো তুলে তা ভাইরাল করে ছাত্রীটি। ওই ছাত্রী পুলিশে অভিযোগ জানালেও অভিযুক্ত এখনও অধরা।

ভোটের আগে এনডিএ–কে ঐক্যবদ্ধ রাখতে মরিয়া বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা ভোটের মুখে ঘর গোছাতেই ব্যস্ত বিজেপি। শিবসেনা, টিডিপি, শিরোমণি অকালি দল, হাম, আরএলএসপি, পিডিপি–র মতো শরিক দলগুলি ধীরে ধীরে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগও তুলেছে শরিকরা। শিবসেনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, আগামী লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে তারা একাই লড়বে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি। অন্যদিকে, শিরোমণি অকালি দলের নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় জানিয়েছেন, এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এলে তাঁদের হারানোর কিছু নেই। বিহারে জেডিইউ–কে সঙ্গে নেওয়ায় চটেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএসপি। তারা তলে তলে আরজেডি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে ফাটল বন্ধ না করলে আগামী দিনে এনডিএ–তে বড়োসড়ো ভাঙনের আশঙ্কা করছেন বিজেপি নেতারা। তাই শরিক দলগুলিকে তুষ্ট করতে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্রের প্রধান শাসকদল।

এনডিএ–র সবথেকে পুরোনো শরিক শিবসেনা যাতে জোট ছেড়ে বেরিয়ে না যায়, সেজন্য উদ্ধব ঠাকরের ঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। শিবসেনার এক নেতা বলেছেন, 'আমাদের দলে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন একজনই। তিনি হলেন উদ্ধব ঠাকরে। অন্য কোনো নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ হবে না।' দলের অপর এক নেতা অবশ্য মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অথবা বিজেপি সভাপতি অমিত শা যদি মাতুশ্রীতে এসে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। উদ্ধবের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতারাও একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন। শিবসেনা প্রধানকে তাঁরা বুঝিয়েছেন, কয়েকজন নেতার জন্য বিজেপি–কে দোষারোপ করা ঠিক নয়। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক কারবারিরা মনে করছেন, আসন্ন লোকসভা ভোটে কংগ্রেস এবং এনসিপি যদি আলাদা লড়ে তাহলে বিজেপির কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সোনিয়া গান্ধি যদি শারদ পাওয়ারের সঙ্গে জোট করেন, তাহলে শিবসেনাকে বাদ দিয়ে বিজেপির পক্ষে জেতা যথেষ্ট কঠিন। তাই উদ্ধব ঠাকরেকে এনডিএ–তে ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি শিবির। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে চন্দ্রবাবু নাইডুকে হাতছাড়া করতে নারাজ মোদি–অমিত শা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। টিডিপি নেতারা অবশ্য তারপরও নিজেদের দাবিদাওয়া থেকে সরতে নারাজ। রাজ্যের বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে অন্ধ্রের উপমুখ্যমন্ত্রী কেই কৃষ্ণমূর্তি জানিয়েছেন, বিজেপি যেন আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা না নেয়। অন্ধ্রের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে, আগে তার সুরাহা করুক কেন্দ্র। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে এনডিএ–কে একজোট রাখাটাই সবথেকে বড়ো পরীক্ষা মোদি–শা–র কাছে।

শিব ত্রয়োদশীতে নন্দীকে মনের ইচ্ছা জানাচ্ছেন দুই তরুণী। পাটনায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

৭ শহিদের ৫ জনই মুসলিম, বিজেপিকে তোপ ওয়াইসির

৩০ ঘণ্টার সংঘর্ষ শেষ, নিহত ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ টানা দেড় দিন লাগাতার গুলির লড়াইয়ের পর সেনার গুলিতে মৃত্যু হল দুই জঙ্গির। মৃত জঙ্গিরা লস্কর–ই–তৈবার সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল শ্রীনগরের সাঞ্জওয়ানের করণনগরের একটি নির্মীয়মাণ ভবন।

সোমবার থেকে সেখানেই লুকিয়ে ছিল দুই জঙ্গি। লাগোয়া সিআরপিএফ ছাউনিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তারা। সেই সময় নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের বাধা দেন। প্রতিরোধের মুখে পড়ে দুই জঙ্গি পালিয়ে গিয়ে পাশের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। শুরু হয় সেনা–জঙ্গি গুলির লড়াই। মঙ্গলবার সকালে গোলাগুলি থামলে তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধার করা হয় ওই দুই জঙ্গির। এই সংঘর্ষে এক সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি জম্মু–কাশ্মীরের সাঞ্জওয়ানে লাইট–ইনফ্যান্ট্রির ৩৬ নম্বর সেনাছাউনিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। কিন্তু নিরাপত্তাবাহিনী বাধা দেওয়ায় তারা পিছু হটে। জওয়ানদের তাড়া খেয়ে তারা লুকিয়ে পড়ে কাছেই করণনগরের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে। তল্লাশি অভিযান চলার সময় জঙ্গিদের খোঁজ পায় বাহিনী। সোমবার কাকভোর থেকে লড়াই শুরু হয়। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি এসপি বৈদ্য জানিয়েছেন, জঙ্গি হামলা ও জওয়ানদের পালটা প্রতিরোধের জেরে সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। এর মধ্যে ৬ জন জওয়ান, এক স্থানীয় বাসিন্দা এবং ৩ জন জঙ্গি রয়েছে। জম্মুতে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবেন্দ্র আনন্দ সংঘর্ষ শেষ হওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, আপাতত গোটা এলাকায় সাফাই ও তল্লাশি চলছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন সন্ত্রাসবাদীর দেহ ছাড়াও এক জওয়ানেরও দেহ মিলেছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। হামলায় আহত হয়েছেন দুই সেনা অফিসার, ৬ স্থানীয় মহিলা এবং একটি শিশু। শহিদ জওয়ানদের শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ও অন্যরা। এদিকে, সাঞ্জওয়ানের ঘটনার সূত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন এআইএমআইএম–এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, 'মুসলিমদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি আর সংঘ পরিবার। কিন্তু তাদের জানা উচিত, সাঞ্জওয়ানে নিহত জওয়ানদের প্রায় সকলেই মুসলিম। তাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এর পরেও কি গেরুয়া বাহিনী ভারতীয় মুসলিমদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ চালিয়ে যাবে?' ভারতীয় মুসলিমদের কথায় কথায় পাকিস্তানি চর বলা বন্ধ করার কথাও জানিয়েছেন ওয়াইসি। কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে এখনই পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত বলে আগের দিনই মন্তব্য করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। এই প্রসঙ্গে ওয়াইসি এদিন বলেন, মেহবুবার সঙ্গে জোট বেঁধেই তো উপত্যকায় ক্ষমতায় বসেছে বিজেপি। তাহলে মেহবুবার বক্তব্যের ব্যাখ্যা তাদেরই দেওয়া উচিত। ওয়াইসির কথায়, 'এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত নয়, কারণ কবে আবার কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনাহুত নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানে উড়ে যান, বলা তো যায় না!'

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর সতর্ক প্রহরায় এক জওয়ান। – পিটিআই

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের হারের ইঙ্গিত গগৈয়ের

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় বাম বনাম রামের লড়াইয়ে কংগ্রেসের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিলেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, উত্তর–পূর্বের যে তিনটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে তার মধ্যে একমাত্র মেঘালয়ে দলের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডের ফল কী হবে তা আমি জানি না। গগৈ বলেন, 'ত্রিপুরায় কংগ্রেসের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা কয়েকটি আসন জিততে পারি, কিন্তু ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।' কংগ্রেসের এহেন শোচনীয় দশার জন্য দলের ভাঙনকেই দায়ী করেন গগৈ। ত্রিপুরায় গগৈ ছাড়া অন্য কোনো সর্বভারতীয় নেতা কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে নামেননি। বিজেপির অভিযোগ, সিপিএম–কে সুবিধা করে দিতে এবারের ভোটে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। গতকাল ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে দলের ইস্তাহার প্রকাশ করেন পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণ স্বামী। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনুন্নয়নকেই হাতিয়ার করা হয়েছে ওই ইস্তাহারে। এদিকে, নির্বাচনি যুদ্ধে সেই অর্থে প্রভাব না থাকলেও ভোটের প্রচারে চমক দিল তৃণমূল। সোমবার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নাজির ইসলামের সমর্থনে একটি রোড শো করেন টলিউড অভিনেতা তথা দলীয় সাংসদ দেব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রায় ২২ কিলোমিটার এই রোড শো ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রবেশমূল্য বাড়ল তাজমহলে

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তাজমহল পরিদর্শনের প্রবেশমূল্য বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হয়েছে। এতদিন টিকিটের দাম ছিল ৪০ টাকা। অন্যদিকে, সমাধিস্থল পরিদর্শনের প্রবেশ মূল্য ২০০ টাকা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী মহেশ শর্মা মঙ্গলবার বলেছেন, সমাধিস্থল সকলে পরিদর্শন করেন না। তাই সেটি পরিদর্শনের জন্য বিশেষ টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার দামও বেশি। ৫০ টাকার টিকিটে তিন ঘণ্টা থাকা যাবে। তাজমহল দেখতে যে বিপুল সংখ্যায় দর্শক আসেন তার ভার বহনের মতো ক্ষমতা মোগল যুগে তৈরি এই স্মৃতিসৌধের রয়েছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণে সমীক্ষা চালিয়েছিল ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট। সংস্থার রিপোর্টে দর্শক সংখ্যা কমাতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, সরকার দর্শক সংখ্যায় কোপ বসাতে চায় না কিন্তু নিয়ন্ত্রণ চায়। দর্শকদের জন্য তিনঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকার চালাচ্ছে সংঘ, দাবি রাহুলের

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্ণাটকে বিধানসভা ভোটের প্রচারে আরএসএসের কড়া সমালোচনা করলেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস সভাপতির দাবি, কেন্দ্রের প্রতিটি দপ্তরে আরএসএস ঘনিষ্ঠরা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে সরকার চালাচ্ছে সংঘ। মঙ্গলবার চার দিনের কর্ণাটক সফরের শেষ পর্বে বাসে চেপে প্রচার করেন রাহুল। কথা বলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে। শিল্পপতিদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, নীতি আয়োগের মতো সংস্থাতেও আরএসএস ঘনিষ্ঠরা জায়গা পেয়েছেন। বিদেশ নীতিতেও তাঁদের ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার জেরে সার্ক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। আর এই সুযোগে চিন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বাড়াচ্ছে। ২০১৯ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস জিএসটি কাঠামোয় স্বচ্ছতা আনবে বলেও জানান তিনি।

কর্ণাটকে ভোট প্রচারে গিয়ে রাহুল যেভাবে আরএসএসকে নিশানা করেছেন তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক মহল। পর্যবেক্ষকদের মতে, গুজরাট ভোটে বিজেপির জয়ের পিছনে আরএসএসের ভূমিকা ছিল। বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে আরএসএসের প্রচার বেশ কয়েকটি বিধানসভায় শাসক দলের পক্ষে গিয়েছে বলে মনে করা হয়। লোকসভা ভোটে বিজেপিকে বেগ দিতে হলে কংগ্রেসের পক্ষে কর্ণাটকে ক্ষমতা ধরে রাখা জরুরি। গুজরাটের মতো কর্ণাটকেও বিজেপির হয়ে প্রচারে নেমেছেন আরএসএস কর্মীরা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংঘকে নিশানা করেছেন রাহুল। অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতিকে পালটা নিশানা করেছে বিজেপিও। কর্ণাটকের বিজেপি সভাপতি বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পার অভিযোগ, 'জাভারি চিকেন' খেয়ে নরসিমা স্বামী মন্দিরে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। গত বছর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াও মাছ খেয়ে মঞ্জুনাথ স্বামী মন্দির দর্শন করেন বলে দাবি ইয়েদুরিয়াপ্পার।

ওএনজিসির জাহাজে বিস্ফোরণ, নিহত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কেরলের কোচিন শিপইয়ার্ডের একটি জাহাজে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ নোঙর করে থাকা ওএনজিসির জাহাজ সাগর ভূষণে বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে শিপইয়ার্ডের একটা বড়ো অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর, ওএনজিসির সমুদ্রে খনন কাজে ব্যবহৃত জাহাজটিতে মেরামতির কাজ চলছিল। সেই সময় জাহাজের একটি জলের ট্যাংকারে বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার সময় সেখানে প্রায় ২০ জন কর্মী কাজ করছিলেন। ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। ১১ জন আহতকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। কোচিন শিপইয়ার্ডের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ছুটি ছিল। তবে কয়েকটি জাহাজে মেরামতির কাজ চলছিল। অন্যদিনের তুলনায় খুব কম কর্মীই এদিন উপস্থিত ছিলেন। নয়তো হতাহতের সংখ্যা বাড়ত। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রচণ্ড ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের জেরে কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী নীতিন গড়করি জানান, শিপইয়ার্ডের এমডির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। হতাহতদের পরিবারকে সাহায্য করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। কোচিন শিপইয়ার্ড দেশের প্রাচীনতম জাহাজ মেরামতি কেন্দ্র।

বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু নেতাজির

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই হয়েছিল বলে দাবি করা হল একটি বইতে। 'লেইড টু রিসেট' নামে বইটি লিখেছেন নেতাজির পরিবারের সদস্য আশিস রায়। তিনি বলেন, 'নেতাজির মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনে সবমিলিয়ে ১১টি তদন্ত হয়েছিল। সবকটিতে একই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯৪৫–এর ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই যে নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।' আশিসবাবু এই দাবি করলেও বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন অবশ্য জানিয়েছিল, নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। এমনকি তাইহোকুতে ১৯৪৫–এর ১৮ আগস্ট কোনো বিমান দুর্ঘটনাও হয়নি। প্রথম ইউপিএ সরকার অবশ্য মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্টটি খারিজ করে দিয়েছিল। আশিস রায়ের লেখা বইটির ভূমিকা লিখেছেন নেতাজি–কন্যা অনিতা পাফ। তিনিও আশিসবাবুর সঙ্গে একমত। আশিসবাবু জানিয়েছেন, নেতাজি–কন্যার সিদ্ধান্ত আইনগত এবং নৈতিক দিক থেকে চূড়ান্ত। জাপানের রেনকোজি মন্দির থেকে নেতাজির চিতাভস্ম আনার ব্যাপারে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও ছাড়া আর কেউ চেষ্টা করেননি বলেও বইতে জানিয়েছেন আশিস রায়।

জ্যাকব জুমাকে সরানোর উদ্যোগ

জোহানেসবার্গ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) অভ্যন্তরীণ সংকট বাড়ছে। শাসকদলের অন্দরে প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার পদত্যাগের দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন এএনসির কর্মসমিতির সদস্যরা। সেখানে জুমাকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে সরানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে জুমাকে সরিয়ে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট চিরিল রামাপোসাকে দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ২০১৯ সালে জুমার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগে জুমাকে পদ থেকে সরাতে হলে এএনসির কর্মসমিতিতে প্রস্তাবটি পাস করাতে হবে।

শিবরাত্রি পালনের ফতোয়া লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে

লখনউ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে–র জন্য নয়, শিবরাত্রি পালনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পশ্চিমি সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়ে হিন্দিতে লেখা এক নির্দেশিকাও জারি করেছে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যেখানে বলা হয়েছে, 'আজকাল তরুণ ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমি সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চায় না, বরং তাঁরা চান, ছাত্রছাত্রীরা হিন্দু উৎসব শিবরাত্রি পালন করুক।' ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কারোর প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওইদিন কোনো ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। যদিও এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা 'সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন' এই নির্দেশিকা মানবেন না।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির নয়া সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কন্নড় সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রশেখর কাম্বার। আর অ্যাকাডেমির বাংলার আহ্বায়কের দায়িত্ব পেলেন কবি সুবোধ সরকার। কবি জয় গোস্বামীকে ১ ভোটে পরাজিত করে সাহিত্য অ্যাকাডেমির বাংলার আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। সোমবার টানটান উত্তেজনার মধ্যে ওড়িশার বিজেপি ঘনিষ্ঠ কবি প্রতিভা রায়কে ৫৬–২৯ ভোটে হারিয়ে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন কর্ণাটকের বিজেপি–বিরোধী সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কাম্বার।

অগুস্তা নিয়ে তদন্তের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কিনতে দুর্নীতি হয়েছে বলে ছত্তিশগড় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল স্বরাজ অভিযান নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে একটি আবেদন জানিয়েছিল ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি এ কে গোয়েল এবং বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের বেঞ্চ। বিচারপতিরা জানান, তদন্তের আর্জি গ্রহণ করার মতো কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই আবেদন খারিজ করা হল। ২০০৬–০৭ সাল নাগাদ ভিআইপিদের ব্যবহারের জন্য একটি অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনে ছত্তিশগড়ের বিজেপির সরকার। আবেদনকারীদের অভিযোগ, ২০০৮–এর জুলাই মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের ছেলে অভিষেক সিংয়ের নামে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০০৬–এর ডিসেম্বরে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী হেলিকপ্টার সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু কোনো সংস্থাই আসেনি। তখন শুধুমাত্র অগুস্তার জন্য একটি টেন্ডার ডাকা হয়। গত ৩১ জানুয়ারি এই হেলিকপ্টার কেনা নিয়ে ছত্তিশগড় সরকারের কাছে কয়েকটি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। চুক্তির ব্যাপারে অভিষেক সিংয়ের কী স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে তাও জানতে চায় সর্বোচ্চ আদালত।

মথুরা–বারসানায় রঙ্গোৎসব

লখনউ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দীপোৎসবের পর এবার রঙ্গোৎসব পালিত হবে যোগীর রাজ্যে। গত বছর অযোধ্যায় দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকার দীপোৎসবের আয়োজন করেছিল। এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার জন্মস্থান মথুরা ও বারসানায় দুদিনব্যাপী রঙ্গোৎসবের আয়োজন করেছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। হোলির আগে প্রথা অনুযায়ী মথুরা এবং বারসানায় 'লঠ্ মার হোলি' উৎসব পালিত হবে। আগামী ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি এই ঐতিহ্যশালী উৎসবে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মথুরায় যমুনা নদীর তীরে ঐতিহাসিক বিশ্রাম ঘাটে দুদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। ওই অনুষ্ঠানে বলিউডের তারকাদের আসার কথা। এর জন্য গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে হিন্দু মহিলা সাংসদ

ইসলামাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তানে সাংসদ হতে চলেছেন এক হিন্দু মহিলা। কৃষ্ণা কুমারী নামে ওই মহিলাকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সেনেটে প্রার্থী মনোনীত করেছে পিপিপি। ভোটে জিতলে তিনি তিনিই হবেন পাকিস্তানের প্রথম হিন্দু মহিলা সাংসদ। তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করায় পিপিপি নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কৃষ্ণা কুমারী। সাধারণত ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই পাকিস্তানের সেনেটে মনোনীত হন। দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা কৃষ্ণা জয়ী হলে দৃষ্টান্ত তৈরি করবেন।

রেণুকার পাশে শত্রুঘ্ন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি–অমিত শা–র অস্বস্তি বাড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরির পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। টুইটারে কংগ্রেস নেত্রীর প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাটনা সাহিবের এই বিজেপি সাংসদ। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেছেন, 'রেণুকা চৌধুরি আপনি হাসতে থাকুন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি। আপনার সুস্থ জীবন কামনা করি। চিন্তা করবেন না, সুখী থাকুন।' এরপরই ওই একই টুইটে কেন্দ্রের প্রধান শাসকদলকে বিঁধে শত্রুঘ্নর কৌশলী মন্তব্য, 'যাঁরা চিৎকার করছেন তাঁদের চিৎকার করতে দিন। যাঁরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিরোধী তাঁদের হাসি শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে। শেষ হাসি হাসব আমরাই। নারীশক্তির জয় হোক।' গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় রেণুকা চৌধুরির হাসি শুনে তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে পারেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের বাড়ি ফেরার যোগ। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ। **বৃষ ঃ** পুরোনো প্রাপ্তির যোগ। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও মন থাকবে আনন্দে। বকেয়া পাওনা আদায় হবে। **মিথুন ঃ** প্রেমের সম্পর্ক কিছুটা সংকটে থাকবে। অবিবাহিতের বিবাহের কথা স্থির হতে পারে। **কর্কট ঃ** সামান্য বিনিয়োগে লাভবান হবে। গৃহসংস্কার যোগ রয়েছে। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। **সিংহ ঃ** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। সন্তানের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। নতুন গাড়ি ও জমি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। **কন্যা ঃ** প্রেমে হঠাৎ সংকট। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় লাভ। বন্ধুকে ফিরে পেয়ে আনন্দ। **তুলা ঃ** সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে উৎকণ্ঠা। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব। **বৃশ্চিক ঃ** ব্যবসায়ে অর্থাগম চলবে। সংসারে কোনো স্বজনের উসকানিতে সমস্যা বৃদ্ধি। **ধনু ঃ** মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে নিশ্চিন্ত হবেন। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। **মকর ঃ** সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। **কুম্ভ ঃ** অকারণে অপব্যয়। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। সন্তানের সুসংবাদে আনন্দ। **মীন ঃ** প্রণয়ে পূর্বের সমস্ত সমস্যা কেটে যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। সংগীতজগতের ব্যক্তিগণ তাঁদের কৃতিত্বের জন্যে সম্মানিত হতে পারেন।

দিনপঞ্জি

গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা মতে আজ বুধবার ইং ১৪ ফেব্রুয়ারি ১ ফাল্গুন, মুং ২৭ জমাঃআউঃ, ফঃ ১৪ ফাল্গুন (ফাগুন), সম্বৎ ১৪ ফাল্গুন বদি। কুম্ভ দং ০।১।৪৬ থেকে উদয় সিংহ ০।১৭।৯ বিঃ থেকে অস্ত। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৪।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৬।৩৯। চতুর্দশী রাত্রি ঘ ১২।৪২।৩৯। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৬।৪৬। বালবকরণ ঘ ৮।৫৭।৪৪ থেকে কৌলবরণ রাত্রি ঘ ৭।৪৯।৩০ থেকে তৈতিলকরণ। পূর্বদিনের নক্ষত্রের ও রাত্রি ঘ ১২।১২।৬। ভরণীনক্ষত্র ঘ ১।১৬।১। জন্মে–মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৭ থেকে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে দোষোনাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৫।৩৭ থেকে দ্বিপাদদোষ। দক্ষিণে যোগিনী, রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ থেকে পশ্চিমে। কালবেলা ঘ ৮।৩৭।৭ থেকে ৯।৫৯।৩ সেঃ মধ্যে। বারবেলা ঘ ১১।২০।১২ থেকে ১২।৪৩।৩৬ সেঃ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ৬।২৬।২৩ থেকে ৮।৪।২৬ সেঃ মধ্যে। রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ সেঃ মধ্যে বেল পরে নিম অভক্ষ্য। যাত্রা নাস্তি নক্ষত্রদোষ, রাাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৭ থেকে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ থেকে তিথ্যমৃতযোগ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নাস্তি। শুভকর্ম–দীক্ষা পুংবসন সীমান্তোন্নয়ন। ঘ ১।৫৫।৫৭ থেকে ঘ ৩।৭।৫৭ সেঃ মধ্যে মুখ্যনামকরণ নববস্ত্রপরিধান গ্রহপূজা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ রাজদর্শন নাট্যারম্ভ ঔষধকরণ ঔষধসেবন শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ঋণদান ঋণগ্রহণ ধান্যবৃদ্ধিদান শিল্পারম্ভ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালান। ঘ ১২।৮।৩৫ থেকে ৩।৪৯।১২ সেঃ মধ্যে আরোগ্যস্নান। বিবিধ–চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ–দিবা ঘ ৭।৪৫।১৭ সেঃ মধ্যে ও ঘ ৭।২২।২৪ থেকে ৯।৩২।৫০ সেঃ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১২।৪৩।২১ থেকে ২।২৫।২৩ সেঃ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ–দিবা ঘ ৭।৫০।৪৩ সেঃ মধ্যে ও ঘ ১০।৪৩।৪৭ থেকে ১২।৫৩।৩৬ সেঃ মধ্যে। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ও পূজা।

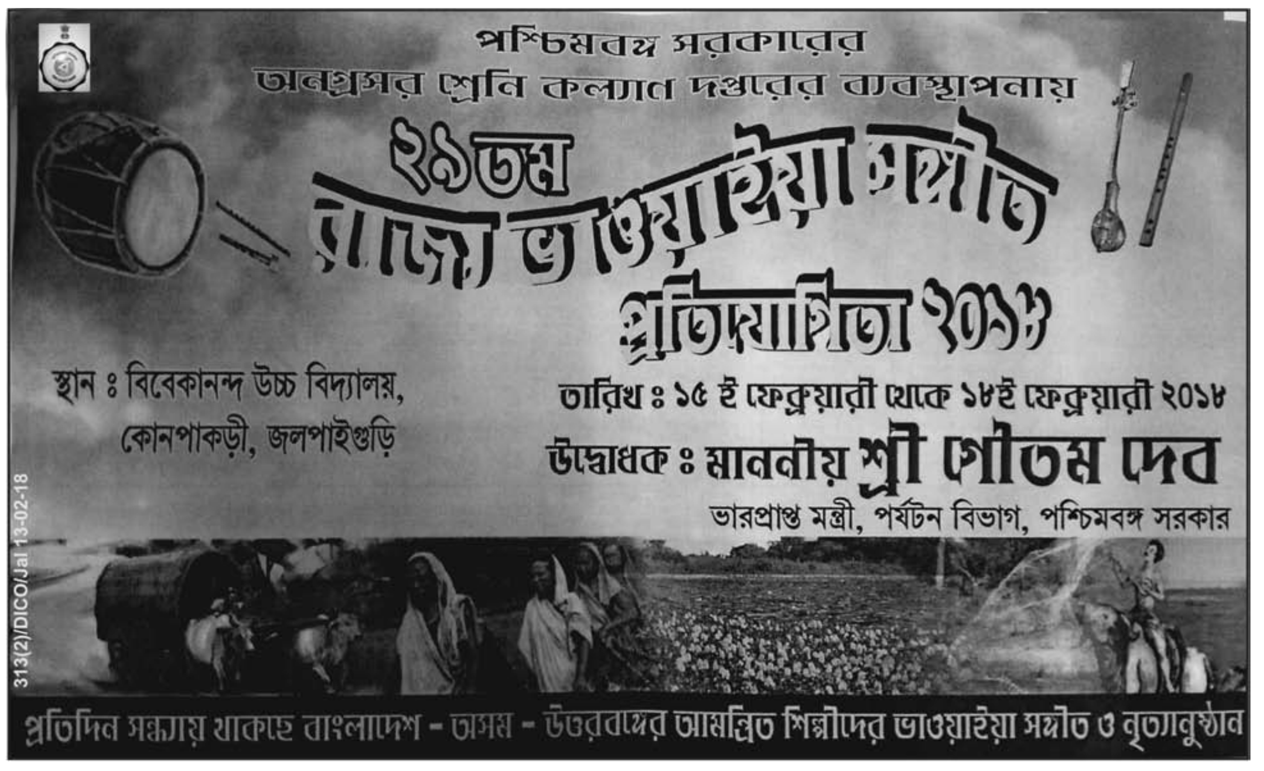
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
অনগ্রসর শ্রেনি কল্যান দপ্তরের ব্যবস্থাপনায়
২১তম
রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত
প্রতিযোগিতা ২০১৮
স্থান ঃ বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, কোনপাকড়ী, জলপাইগুড়ি
তারিখ ঃ ১৫ ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮
উদ্বোধক ঃ মাননীয় শ্রী গৌতম দেব
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে বাংলাদেশ - আসাম - উত্তরবঙ্গের আমন্ত্রিত শিল্পীদের ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান
313(2)/DICO/Jal 13-02-18